দৈনিক সংবাদ

২২/৩/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ১ ...

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অ্যাকাডেমিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের পাঁয়তারা চলছে

ময়মনসিংহ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অ্যাকাডেমি (নেপ)কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের পাঁয়তারা চলছে। প্রতিবাদে সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার হাজার হাজার শিক্ষক, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে এনিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৭৮ সালে ময়মনসিংহ শহরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অ্যাকাডেমি (নেপ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের (মন্ত্রণালয়ের) অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারিভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে।

অ্যাকাডেমি প্রত্যক্ষভাবে দেশের ৫৪টি পিটিআই, ৪শ ৯০টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং ৬টি বিভাগীয় উপ-পরিচালকের অফিসের ওপর পরোক্ষভাবে দেশের ৮০ হাজার সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রভাবশীল। বর্তমানে দেশের কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যাপকভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। এজন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া বিষয়টি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিধায় সরকারি প্রশাসন, প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা না করে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বায়ত্তশাসিত করার জন্য গোপনে চিঠি চালাচালি শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭, ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশের মানুষের জন্য সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন সরকারিভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। অ্যাকাডেমির কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই অ্যাকাডেমির বর্তমান সরকারি অবস্থান হতে স্বায়ত্তশাসিত অবস্থানে চলে গেলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, গবেষণা কার্যক্রম, ফলোআপ কার্যক্রম ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারি থেকে স্বায়ত্তশাসিত করার ব্যাপারে মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদন নেই বা জাতীয় সংসদে আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু এসব কিছুর তোয়াক্কা না করে একটি বিশেষ মহল অতি গোপনে ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির জন্য জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বায়ত্তশাসিত করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

বর্তমান অ্যাকাডেমির পরিচালক শিগগিরই চাকরি থেকে অবসরে যাচ্ছেন। তিনি চুক্তিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসিত অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক হওয়ার জন্য একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অ্যাকাডেমিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত করার সকল কার্যক্রম বন্ধ করার দাবি উঠেছে। অন্যথায় দেশজুড়ে আন্দোলনের সৃষ্টি হতে পারে।